মূল্যায়ন উপকরণ সরবরাহের নির্দেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে

ব্যয় বৃদ্ধিতে ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
০৪ জুন ২০২৪, ১২:০০ এএম

নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নে যেসব উপকরণ ব্যবহৃত হবে, তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা প্রশাসন। তবে এই ব্যয় পরোক্ষভাবে পড়েছে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের কাঁধে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) থেকে গত মাসে একটি চিঠির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরকে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে মাধ্যমিক পর্যায়ে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলমান। এতে ষাণ¥ৗসিক ও বার্ষিক নামে দুটি মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সভায় এ মূল্যায়নে লিখিত পরীক্ষার বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে সামষ্টিক মূল্যায়নে লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি মৌখিক এবং প্রদর্শনধর্মী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য কাগজ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য উপকরণসংক্রান্ত ব্যয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হয়।

এতে আরও বলা হয়, ব্যয়সংস্থানের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আগের বিধি অনুসারে ‘মূল্যায়ন ফি’ গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই। আসন্ন ষাণ¥ান্সিক মূল্যায়নের জন্য প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মূল্যায়ন ফি গ্রহণ করতে পারবে কিনা, তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়ার প্রয়োজন। এনসিটিবির চিঠিটি সংযুক্ত করে মাউশি ও মাদ্রাসা অধিদপ্তর থেকে ‘এ নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো’ উল্লেখ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মাউশির মাধ্যমিক শাখার পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ জাফর আলী বলেন, এনসিটিবি যে নির্দেশনা দিয়েছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে তা অনুসরণ করতে বলেছি আমরা। কারণ এ সিদ্ধান্ত হয়েছে মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে।

শিক্ষার্থীদের থেকে প্রতিষ্ঠান কত টাকা ফি নিতে পারবে, তা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে কিনা, এ প্রশ্নে তিনি বলেন- না, এটা আমরা এখনো ঠিক করিনি। ঠিক করার প্রয়োজন হলে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।

তবে অভিভাবকদের অভিযোগ, শিক্ষার্থীরা আগের নিয়মে বছরে তিনটি পরীক্ষা দিত। প্রথম সাময়িক, দ্বিতীয় সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা। সেই তিন পরীক্ষা মিলিয়ে যত টাকা ফি গুনতে হতো, এখন তার চেয়ে বেশি ফি দিতে হচ্ছে দুটি মূল্যায়নে। বাড়তি ফি নেওয়ায় অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ।

রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের বনশ্রী শাখার অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী রুবায়েত ইসলামের বাবা রবিউল ইসলাম জানান, সপ্তম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রমে পড়েছে তার সন্তান। তার আগে ষষ্ঠ শ্রেণিতে আগের নিয়মে পড়ালেখা করেছে। সে সময় পরীক্ষার ফি ছিল ৩৫০ টাকা করে। অর্থাৎ তিন পরীক্ষা মিলিয়ে ফি দিতে হতো ১ হাজার ৫০ টাকা। বর্তমানে শুধু ষাণ¥ান্সিক মূল্যায়নের জন্যই ফি গুনতে হচ্ছে ৮০০ টাকা। দুই মূল্যায়নের জন্য ফি দিতে হচ্ছে ১ হাজার ৬০০ টাকা। অর্থাৎ ৫৫০ টাকা খরচ বেড়েছে।

রবিউল ইসলাম বলেন, সরকার বলছে নতুন শিক্ষাক্রমে নাকি খরচ কমবে। আমরা তো উল্টো দেখছি। খরচ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। মূল্যায়ন ফি নিয়ে স্কুল থেকে পোস্টার দেবে হয়তো, তাতে লেখার জন্য, আঁকাআঁকির জন্য তো আবার রং পেন্সিলসহ বিভিন্ন নতুন উপকরণ লাগবে। তা কিনতেও অনেক খরচ।

ভিকারুননিসা স্কুল অ্যান্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীর অভিভাবক মারজান আক্তারও একই অভিযোগ করে বলেন, নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে নানা সমালোচনা তো আছেই। তার সঙ্গে এই যে খরচটা বেড়ে যাওয়া, এটা আরেক ঝামেলা। আগের শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, খরচ কমানো হবে। এখন বাড়ছে। নতুন মন্ত্রীও বলছেন খরচ কমাবেন। কিন্তু স্কুল তো ফি বাড়াচ্ছে।